যুগান্তর

তারিখ 17 JUN 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাস্তি মওকুফ হচ্ছে

মুশতাক আহমদ

সারাদেশের সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাস্তি মওকুফ হচ্ছে। ২০০৮ সালসহ বিগত কয়েক বছরের এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষায় এসব প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছিল। সে কারণে সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদান বন্ধসহ, একাডেমিক স্বীকৃতি এবং অনুমোদন স্থগিত করেছিল। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে যেসব প্রতিষ্ঠান এমপিও পাচ্ছিল না, তারা ফের আগের মতো সরকারি অর্থ পাবে। যারা স্বীকৃতি এবং অনুমোদন ফিরে পাচ্ছে, তারা এখন এমপিও'র জন্য আবেদন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এবারের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এসব প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শাস্তি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বোর্ডওয়ারি পরিসংখ্যান ও তালিকা তৈরি হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দেশে ফিরে ফাইলে স্বাক্ষর করলেই সিদ্ধান্ত কার্যকারিতা শুরু হবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, মন্ত্রী আগামী ২০ জুন মধ্যরাতে দেশে ফিরবেন। সে হিসেবে আগামী সপ্তাহেই প্রতিষ্ঠানগুলো শাস্তি প্রত্যাহারের পত্র পাবে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা। সূত্র জানায়, সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠানের শাস্তি প্রত্যাহার করার পর আরও ৭ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের শাস্তি বহাল থাকছে। তবে এগুলো সব স্কুল-মাদ্রাসা নয়, কলেজ এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, ওইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু রয়েছে যারা এবারও ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেনি। এছাড়া কিছু রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে এবারের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সর্বশেষ ২০০৮ সালের এসএসসি, দাখিল এবং এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সর্বমোট ১ হাজার ৪৮৮টি প্রতিষ্ঠান শাস্তি পেয়েছিল। এগুলোর মধ্যে স্কুল ৫৬৪টি, দাখিল-আলিম মাদ্রাসা ৭১৬টি, ভোকেশনাল স্কুল ১০৩টি এবং কলেজ ১০৫টি রয়েছে। এছাড়া ২০০৭ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় একই ধরনের ফলাফল করার কারণে ২ হাজার ১৮৫টি স্কুল ও মাদ্রাসার স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ১ হাজার ৪৫১টি মাদ্রাসা এবং ৭৩৪টি স্কুল ছিল। মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে আবার ৬৩০টি এমপিওভুক্ত এবং হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৮

হচ্ছে : শিক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বাকিগুলো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিল। এ দু'ধরনের মধ্যে ২৫৯টি (১২৯টি এমপিওভুক্ত) ২০০৮ সালেও ভালো করতে পারেনি। বাকিগুলো সরকারি শর্তপূরণ করায় গতবছরই তাদের শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে। আর ৭৩৪টি স্কুলের মধ্যে ৯১টি গতবছর পাসই করাতে পারেনি। এবারও ৭২টি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সর্বনিম্ন (৪ জন) পাস করানো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখনও নিরূপিত হয়নি বলে জানা গেছে।

আইন অনুযায়ী, একটি স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসাকে এক একটি পাবলিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ১৫ জন পাস করাতে হবে; অর্থাৎ ১৪ জন পাস করালেও ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ বা এমপিও, একাডেমিক স্বীকৃতি এবং অনুমোদন বাতিল হবে। কিন্তু বিষয়টির সঙ্গে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর রুটি-রুজির বিষয় জড়িত থাকার কারণে সরকার শিথিলভাবে দেখে আসছে। ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে সর্বনিম্ন ৫ জন পাস করালেও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ শূন্য পাস থেকে শুরু করে ৪ জন পাস করানো প্রতিষ্ঠানগুলো শাস্তি পাচ্ছে। একজন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারি আইন অনুযায়ী ৫০ জনের কম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং সর্বনিম্ন ১৫ জনও পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে— এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত, কিন্তু শাস্তি প্রদান সরকারের উদ্দেশ্য নয়, এ কারণে কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।